بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# আন্তরিকতা ও আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক কয়েকজন নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবীর বরকতময় জীবনের স্মৃতিচারণ

# বুরকিনা ফাসোর মাহদী আবাদে ৯ জন আহমদীর মর্মান্তিক শাহাদাতের পরিপ্রেক্ষিতে, শহীদদের উচ্চ মর্যাদা এবং বুরকিনা ফাসোর পরিস্থিতির জন্য দোয়ার তাহরীক।

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৩ জানুয়ারী, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

গত খুতবায় যেমনটা বলেছিলাম যে, কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণের কিছুটা অংশ এখনো বাকি আছে, আমি তা আজ ব্যাখ্যা করব। আজ এ প্রসঙ্গে **হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)** সম্পর্কে প্রথম বর্ণনা করা হবে। তিনি বনু আসাদ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল মাঝারি এবং মাথার চুল ছিল অত্যন্ত ঘন। এক অভিযানে তাঁকে আমির নিযুক্ত করার সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমি এমন একজনকে নিযুক্ত করছি যিনি আপনাদের চেয়ে হয়ত উত্তম নয়, তবে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করার ক্ষেত্রে আপনাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, ইসলামের প্রথম পতাকা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.) তৈরি করেছিলেন এবং প্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তিনিই বিতরণ করেছিলেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.) এর নেতৃত্বে একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। এই অভিযানে মুসলমানদেরকে পবিত্র মক্কা নগরীতে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। মহানবী (সা.) এ খবর পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আমি তোমাকে হারাম নগরীতে যুদ্ধ করার অনুমতি

দিইনি। আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ ও তাঁর সঙ্গীরা এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

উহুদের দিন আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শের তরবারি ভেঙ্গে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে একটি খেজুরের ডাল দান করেন, যা তাঁর হাতে তরবারির ন্যায় হয়ে যায় এবং সেদিন থেকে তিনি 'অর্জুন' নামে পরিচিত হন। আবু নঈম বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ ছিলেন, যিনি তাঁর প্রভু আল্লাহ্র কাছে শপথ করেছিলেন এবং হৃদয়ে আল্লাহ্র ভালোবাসা স্থাপন করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম ইসলামী পতাকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

একবার হযরত ইমাম শা'বী বনু আসাদ গোত্রের বিশেষ ছয়টি সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করেন। যার মধ্যে তিনি তৃতীয় এবং চতুর্থ গুণটির উল্লেখ করে বলেন যে ইসলামে প্রথম পতাকাটি বনু আসাদের একজন আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বনু আসাদের চতুর্থ বিশেষত্ব ছিল ইসলামে সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনিমত) আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ বিতরণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ উহুদের দিন শহীদ হন যখন হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.) তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। পরবর্তিতে তাঁর শাহাদাতের পর মহানবী (সা.) হযরত যয়নবকে বিবাহ করেছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ **হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.)**-এর। কারো কারো মতে, হযরত শুকরান (রা.) ও উম্মে আয়মান (রা.)কে মহানবী (সা.) তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.) তাঁদের মধ্যে ছিলেন, যাঁরা মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁকে গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। একটি বর্ণনায় আছে, হযরত উমর (রা.) হযরত শুকরান (রা.)-এর পুত্রকে হযরত আবু মূসা আশআরি (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে লিখেছিলেন যে, আমি আপনার কাছে একজন পূণ্যবান লোক পাঠাচ্ছি। তার সাথে তার পিতার মর্যাদা যেমন মহানবী (সা.)-এর নিকট ছিল তদনুযায়ী আচরণ করবেন। হযরত উমর (রা.) -এর খেলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাধার পিঠে নামায পড়তে দেখেছি। আরোহীর উপর নামায পড়া জায়েয কি না সেটাও একটা প্রশ্ন।

পরবর্তী উল্লেখ **হযরত মালিক বিন দুখশাম (রা.)** -এর। তাঁর নাম মালিক ইবনে দাখিশম বা ইবনে দাখশাম হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। সোহেল বিন আমরকে বন্দী করার বিষয়ে কবিতায় উল্লেখ আছে যে, হযরত মালিক বলেন, আমি সোহেলকে বন্দী করেছিলাম এবং এর বিনিময়ে আমি কোনো জাতির অন্য সদস্যকে বন্দী করতে চাই না। উহুদের যুদ্ধের দিন মালিক বিন দুখশাম হযরত খারজার পাশ দিয়ে গেলেন, সে সময় তিনি ১৩টি স্থানে আঘাত পেয়েছিলেন। মালিক তাঁকে বললেন, তুমি জানো যে মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন। এতে হযরত খারজা (রা.) বললেন, এমনটি হলেও আল্লাহ্ বেঁচে আছেন এবং তিনি মারা যাবেন না। মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, তাই তোমরাও তোমাদের দ্বীনের জন্য যুদ্ধ কর। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে, এরপর হযরত মালিক (রা.) সাদ বিন রাবী (রা.)-এর নিকট দিয়ে যান, তিনি ১২টি মারাত্মক ক্ষত পেয়েছিলেন। হযরত মালিক তাঁকে একই কথা বললেন, তখন সাদ বিন রাবীও বললেন যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রভুর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, তাই ইসলামের জন্য যুদ্ধ করুন।

হযরত মালিক (রা.) সম্পর্কে কিছু লোক রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছিল যে, মালিক মুনাফিকদের আশ্রয়স্থল। তিনি (সা.) বললেন, সে কি নামায পড়ে না? লোকেরা বলল যে, সে নামায তো পড়ে, কিন্তু এটা এমন এক নামায যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এতে রসূলুল্লাহ (সা.) দু'বার বললেন, আমাকে নামাযীদের

হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহানবী (সা.) মসজিদ যিরার ধূলিসাৎ করার জন্য হযরত মালিক বিন দুখশাম এবং আসিম বিন আদীকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে তাঁর প্রজন্ম এগিয়ে যায়নি।

এরপর **হযরত উকাশা (রা.)**-এর উল্লেখ করব। তিনি হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ১২ হিজরীতে শহীদ হন। ইমাম শাফী বলেন, এক ব্যক্তি জান্নাতি ছিল কিন্তু তারপরও নম্রতার সাথে পৃথিবীতে চলাচল করত এবং তিনি ছিলেন হযরত উকাশা (রা.)। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরপরই রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহশকে একটি অভিযানে পাঠান। এই অভিযানে হযরত উকাশা (রা.)ও হযরত আবদুল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) অবিরাম তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন, যার ফলে ধনুকের একটি অংশ ভেঙ্গে যায়। হযরত উকাশা ধনুকটি বাঁধার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দড়িটি নিয়েছিলেন, কিন্তু দড়িটি ছোট হয়ে যায়। তিনি (রা.) বললেন, দড়িটি ছোট হয়ে গেছে, তখন মহানবী (সা.) বললেন, এটা টেনে ধরো। হযরত উকাশা বলেন, তখন আমি দড়িটা টেনে ধরেছিলাম এবং আল্লাহ্‌র কসম সেটি এত লম্বা হয়ে গিয়েছিল যে, ধনুকের শেষ দিকে আমি দুই-তিনটা গিঁট দিয়েছিলাম।

কোনো এক অভিযানের সময় মহানবী (সা.) মদীনায় সম্ভাব্য বিপদের ঘোষণা দিলে ঘোড়সওয়াররা তাঁর চারপাশে জড়ো হতে শুরু করে। হযরত উকাশাও এই ঘোড়সওয়ারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ **হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.)**-এর। তাঁর উপাধি ছিল আবু যায়েদ। অন্যান্য কিছু সাহাবীর সাথে তিনি ইহুদীদেরকে তাওরাতে উল্লেখিত কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে ইহুদীরা বলতে অস্বীকার করে। যার উপর কুরআনের ওহীও নাযিল হয়েছিল।

পরবর্তী উল্লেখ হল **হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.)**-এর। তাঁর উপাধি ছিল আবু আবদুল্লাহ্। তাঁর বংশধরেরা মদীনা ও বাগদাদে বসবাস করত। হযরত যিয়াদকে মহানবী (সা.) একটি জাতির কাছে দ্বীন শেখানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি হযরত মাবিয়ার শাসনামলে ৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

অতঃপর **হযরত খালিদ বিন বুকায়ের (রা.)** এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বনু সাদ গোত্রের। তাঁকেও মহানবী (সা.) অন্য পাঁচজন সাহাবীর সাথে একটি জাতির কাছে দ্বীন শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। যারা তাঁকে ধর্ম শেখার জন্য সাথে নিয়ে গিয়েছিল তারাই পরে প্রতারণা করে তাঁকে হত্যা করে।

এরপর **হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)**-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, একবার হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক গোলাম আম্মারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। আম্মার বলেন, শত্রুরা আমাকে মারতে থাকে এবং আপনার বিরুদ্ধে কথা না বলা পর্যন্ত আমাকে ছাড়েনি। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অন্তরে কি অনুভূতি? আম্মার বলেন, অন্তরে রয়েছে অটুট বিশ্বাস। তখন তিনি (সা.) বললেন, হৃদয় যদি ঈমানে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে মহান আল্লাহ্ আপনার দুর্বলতা ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত উসমান (রা.) -এর খিলাফতকালে বিদ্রোহ বেড়ে গেলে এবং সাহাবায়ে কেরামও চিঠিপত্রাদি পেতে শুরু করলে, তাঁরা হযরত উসমান (রা.)-কে গভর্নরদের ব্যাপারে অবগত করেন। পরামর্শের পর কয়েকজন সাহাবীকে তদন্তে পাঠানো হয়। বাকিরা সবাই ইতিবাচক রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, কিন্তু আম্মারের

কাছ থেকে কোন উত্তর আসেনি এবং এত দেরি হয়ে গিয়েছিল যে ধারণা করা হয়েছিল যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আসল বিষয় ছিল সরলতা ও রাজনীতির বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে তিনি দুর্নীতিবাজদের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন যে, আম্মার বিন ইয়াসির একটি বিশেষ কারণে এই দুষ্কৃতীদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন এবং সেই কারণটি ছিল যে তিনি মিশরে পৌঁছানোর সাথে সাথে এই দুর্বৃত্তরা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং তাদের মিথ্যাচার দিয়ে মিশরের গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে। আম্মার বিন ইয়াসির তাঁর সরলতায় এই অভিযোগগুলোকে সঠিক বলে মেনে নেন।

সাফিনের যুদ্ধের সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের কাছে সত্য প্রকাশ পায় যে কিভাবে এই রাষ্ট্রদ্রোহীরা চতুরতার সাথে দাঙ্গা সৃষ্টি করে হযরত উসমান (রা.) কে শহীদ করেছে। তিনি সাফিনের যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

খুতবা শেষে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার বলেন, একটি দুঃখজনক সংবাদও রয়েছে। গতকাল বুরকিনা ফাসোতে আমাদের নয়জন আহমদী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শহীদ হয়েছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। (আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব)। এটি তাদের ঈমানের পরীক্ষা ছিল, যাতে তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল ছিলেন। এমন নয় যে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে বরং সবাইকে ডেকে ডেকে শহীদ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্, পরবর্তী খুতবায় সেগুলো উল্লেখ করব। হুযুর আনোয়ার শহীদদের উচ্চ মর্যাদা কামনা করেন এবং জামাতের সদস্যদের দোয়া করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেন, এখনও সেখানে পরিস্থিতি খারাপ, সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে চলে গেছে। সেখানকার আহমদীদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
13 January 2023
*Distributed by*
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
*Distt*.....*Pin*.....*W.B*

**To,**
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in